জিহাদ ও ক্বিতাল

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ. وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَتَعْلَمُوْنَ-

অনুবাদঃ তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে। অথচ তা তোমাদের জন্য কষ্টকর। বহু বিষয় এমন রয়েছে, যা তোমরা অপসন্দ কর। অথচ তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আবার বহু বিষয় এমন রয়েছে, যা তোমরা পসন্দ কর। অথচ তোমাদের জন্য তা ক্ষতিকর। বস্তুতঃ আল্লাহ (সবকিছু) জানেন এবং তোমরা জানো না' *(বাক্বারাহ ২১৬)*।

শাব্দিক ব্যাখ্যাঃ

(১) كُتِبَ (কুতিবা) 'লিখিত হইয়াছে'। কুরআনী পরিভাষায় এর অর্থঃ فُرِضَ و أُثْبِتَ 'ফরয করা হইয়াছে' বা নির্ধারিত করা হইয়াছে। যেমন كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ 'তোমাদের উপরে ছিয়াম ফরয করা হইয়াছে' *(বাক্বারাহ ১৮৩)*। كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ 'তোমাদের উপরে হত্যার বদলে হত্যাকে ফরয করা হইয়াছে' *(বাক্বারাহ ১৭৮)*। তবে এর অর্থ এটাও হ'তে পারে যে, বিষয়টি পূর্ব হ'তেই 'লওহে মাহফূযে' নির্ধরিত ছিল, যা পরে 'অহি' মারফত উম্মতে মুহাম্মাদীয়ার উপরে ফরয হিসাবে নাযিল করা হয়েছে'।[১]

(২) الْقِتَالُ (ক্বিতাল) 'পরস্পরে যুদ্ধ করা'। বাবে মুফা'আলাহ্র অন্যতম মাছদার। (খ) 'প্রতিরোধ করা' যেমন মুছল্লীর সম্মুখ দিয়ে গমনকারীর বিরুদ্ধে শাস্তিস্বরূপ হাদীছে বলা হয়েছে قَاتِلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ 'ওকে প্রতিরোধ কর। কেননা ওটা শয়তান'। (গ) 'লা'নত করা' যেমন কুরআনে বলা হয়েছে, قَاتَلَهُمُ اللهُ أَنَّى يُؤْفَكُوْنَ 'আল্লাহ ওদের ধ্বংস করুন, ওরা কোন্ উল্টা পথে চলেছে? *(তাওবাহ ৩০)*। (ঘ) 'বিস্মিত হওয়া ও প্রশংসা করা' যেমন বলা হয়ে থাকে قَاتَلَهُ اللهُ مَا أَفْصَحَهُ 'আল্লাহ ওকে ধ্বংস করুন, কতই না সুন্দরভাষী সে'।

(৩) كُرْهٌ (কুরহুন) 'কষ্টকর'। ইবনু 'আরাফাহ বলেন, الكُرْهُ المشقة والكَرْهُ بالفتح ما أُكرِهْتَ عليه 'আল-কুরহু' অর্থঃ কষ্ট এবং 'আল-কারহু' অর্থঃ যে বিষয়ে যবরদস্তি করা হয়েছে'। কুরতুবী বলেন, هذا هو الاختيار এ মতটিই পসন্দনীয়।[২] জমহূর বিদ্বানগণ এর অর্থ করেছেন, الكره الطبيعي والمشقة 'স্বভাবগত অপসন্দ ও কষ্ট'। এটি সন্তুষ্টি ও সমর্থনের বিরোধী নয় বা কষ্ট সহ্য করার আগ্রহের বিরোধী নয়। কেননা জিহাদের বিষয়টি আল্লাহ্র নির্দেশাবলীর অন্তর্ভুক্ত এবং এর মধ্যেই রয়েছে দ্বীনের হেফাযতের গ্যারান্টি'। সৈয়দ রশীদ রিযা বলেন, কেউ কেউ জিহাদকে মুশকিল বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করেছেন। অথচ মুমিনগণ এটাকে কিভাবে অপসন্দ করতে পারে? যে বিষয়টি আল্লাহ তাদের উপরে ফরয করেছেন এবং এর মধ্যেই লুকিয়ে আছে তাদের সৌভাগ্য। তবে হ্যাঁ, এটি স্বভাবগত অপসন্দের বিষয়াবলীর মধ্যে গণ্য হ'তে পারে, যার মধ্যে তার জন্য উপকার ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে। যেমন তিক্ত ঔষধ সেবন, ইনজেকশন গ্রহণ ইত্যাদি'।

'তাছাড়া ছাহাবীগণ যুদ্ধ-বিগ্রহকে স্বভাবগতভাবেও অপসন্দ করতেন না। কেননা তাঁরা এতে অভ্যস্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁরা এ বিষয়টি খেয়াল করেছিলেন যে, তাঁরা ছিলেন অধিকাংশ মুহাজির এবং সংখ্যায় নিতান্তই অল্প। মুশরিকদের মুকাবিলায় দুনিয়াবী শক্তির ভারসাম্যহীনতার কারণে তাঁরা ধ্বংস হয়ে যেতে পারেন। ফলে যে 'হক্ব' তাঁরা প্রাপ্ত হয়েছেন ও কবুল করেছেন এবং যে হক-এর প্রতি তাঁরা মানুষকে দা'ওয়াত দিচ্ছেন ও যার সামাজিক প্রতিষ্ঠা তাঁরা কামনা করছেন, সেটুকু অংকুরেই বিনষ্ট হয়ে যাবে। এতদ্ব্যতীত তাঁদের নিকটে আরেকটি চিন্তার বিষয় ছিল, সেটি হ'লঃ তাঁরা ছিলেন শান্তি ও মানবকল্যাণের অভিসারী। সশস্ত্র যুদ্ধ সংঘটিত হ'লে উক্ত শান্তি ও স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হবে এবং এতে লোকদের সামগ্রিকভাবে ইসলামে প্রবেশে বাধার সৃষ্টি হবে। আল্লাহ বলেন, 'আমিই মাত্র জানি, তোমরা জানোনা'। অর্থাৎ শান্তির অবস্থায় সকল মানুষ ইসলামে প্রবেশ করবে- এই ধরনের অনুমান বাতিল। কেননা লোকদের মধ্যে বহু দুষ্ট চরিত্রের লোক রয়েছে। এই লোকদেরকে সমাজদেহ থেকে উৎখাত করা সুস্থ দেহ থেকে দুষিত রক্ত বের করে দেওয়ার শামিল।

১. তাফসীরে কুরতুবী ২/২৪৪-২৪৫।

২. কুরতুবী ৩/৩৮।

অতএব এই যুদ্ধ বা জিহাদ তোমাদের জন্য নিঃসন্দেহে কল্যাণকর'।[৩]

৩. আয়াতের ব্যাখ্যাঃ

২য় হিজরী সনে মদীনায় অবতীর্ণ অত্র আয়াতের মাধ্যমে মুসলমানদের উপরে প্রথম 'জিহাদ' ফরয করা হয়। অত্র আয়াতে 'ক্বিতাল' শব্দ বলা হ'লেও সূরা তাওবাহ ৪১ নং আয়াতে স্পষ্টভাবে 'জিহাদ' শব্দ উল্লেখিত হয়েছে। যার মাধ্যমে সাময়িকভাবে শুধু 'যুদ্ধ' নয়, বরং মুশরিক ও কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে জান-মাল দিয়ে সর্বদা সর্বাত্মকভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়েছে। সেকারণ 'জিহাদ' শব্দটি ব্যাপক প্রতিরোধ যুদ্ধ এবং 'ক্বিতাল' শব্দটি বিশেষভাবে 'সশস্ত্র যুদ্ধ' হিসাবে গণ্য হয়। 'জিহাদ' শান্তি ও যুদ্ধ সকল অবস্থায় প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে 'ক্বিতাল' কেবল যুদ্ধাবস্থায় প্রযোজ্য। 'জিহাদ' বললে দু'টিই বুঝায়। 'ক্বিতাল' বললে স্রেফ 'যুদ্ধ' বুঝায়। যদিও দু'টি শব্দ অনেক সময় সমার্থক হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে ইসলামী পরিভাষায় 'জিহাদ' শব্দটিই অধিক প্রচলিত ও অধিক গ্রহণীয়।

'জিহাদ' جُـهْدٌ 'জুহদুন' ধাতু হ'তে উৎপন্ন, যার অর্থঃ কষ্ট ও চূড়ান্ত প্রচেষ্টা। جَـاهَدَ يُـجَـاهِدُ مُجَـاهَدَةً وجِـهَادًا اذا استفرغ وسعه وبذل طاقته وتحمل المشاق فى مقاتلة العدو ومدافعته (فقه السنة ٣/٨٢) অর্থাৎ যখন কেউ শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই ও প্রতিরোধের জন্য তার চূড়ান্ত শক্তি ও ক্ষমতা ব্যয় করে ও কষ্টসমূহ সহ্য করে, তাকে আভিধানিক অর্থে 'জিহাদ' বলে'। ইসলামী পরিভাষায় 'জিহাদ' অর্থঃ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে আল্লাহ্র দ্বীনকে সর্বতোভাবে বিজয়ী করার স্বার্থে বাতিলের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রতিরোধ গড়ে তোলার চূড়ান্ত প্রচেষ্টা গ্রহণ করা'। 'জিহাদ' শব্দটি পারিভাষিক অর্থেই অধিক প্রচলিত। মোল্লা আলী ক্বারী বলেন, 'কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নিয়োজিত করা অথবা মাল দ্বারা, বুদ্ধি দ্বারা, বিপুল জন সমাবেশ দ্বারা কিংবা অন্য কোন পন্থায় কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে সাহায্য করা'। তিনি বলেন, জিহাদ হ'ল 'ফরযে কিফায়াহ'। কেউ সেটা করলে অন্যের উপর থেকে দায়িত্ব নেমে যায়।[৪] ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, الجهاد شرعًا بذل الجهد فى قتال الكفار 'শারঈ পরিভাষায় জিহাদ হ'লঃ কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নিয়োজিত করা। এর দ্বারা নফ্স, শয়তান ও ফাসিকদের বিরুদ্ধে জিহাদকেও বুঝানো হয়'।[৫]

আল্লাহ বলেন, انْفِرُوْا خِفَافًا وَّ ثِقَالاً وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ ذٰلِكُمْ خَيْرٌلَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ– 'যুবক হও বৃদ্ধ হও, একাকী হও বা দলবদ্ধভাবে হও তোমরা বেরিয়ে পড় এবং তোমাদের মাল ও জান দ্বারা আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ কর' (তাওবাহ ৪১)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, جَاهِدُوا الْمُشْرِكِيْنَ بِاَمْوَالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ وَ اَلْسِنَتِكُمْ 'তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর তোমাদের মাল দ্বারা, জান দ্বারা ও যবান দ্বারা'।[৬] ইমাম কুরতুবী বলেন, কুরআন ও হাদীছে মালের কথা আগে বলা হয়েছে। তার কারণ 'জিহাদ' সংঘটনের জন্য প্রথমেই মালের প্রয়োজন হয়ে থাকে।[৭]

জিহাদের উদ্দেশ্যঃ

ইসলামে 'জিহাদ' স্রেফ আল্লাহ্র জন্য হয়ে থাকে, দুনিয়ার জন্য নয়। যদি নিয়তের মধ্যে খুলূছিয়াত না থাকে এবং ব্যক্তি স্বার্থ বা অন্য কোন দুনিয়াবী স্বার্থ উদ্দেশ্য হয়, তাহ'লে আল্লাহ্র দরবারে সেটা জিহাদ হিসাবে কবুল হবে না। যুদ্ধাবস্থায় তার মৃত্যু হ'লেও ত্রুটিপূর্ণ নিয়তের কারণে ঐ ব্যক্তি শহীদের মর্যাদা হ'তে বঞ্চিত হবে। আবার শহীদ হওয়ার খালেছ নিয়তের কারণে যুদ্ধে শহীদ না হ'য়েও অনেকে শহীদের মর্যাদা পাবেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজে, হযরত আবুবকর, হযরত খালিদ ইবনু ওয়ালীদ (রাঃ) প্রমুখ। উক্ত মর্মে বহু হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। কেননা 'নিয়ত' হ'ল আমলের রূহ স্বরূপ। নিয়ত বিহীন আমল রূহ বিহীন মৃত লাশের ন্যায়। আল্লাহ্র কাছে ঐ আমলের কোন গুরুত্ব নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اِنَّ اللهَ لاَ يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ اِلاَّ مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَ ابْتُغِىَ بِهِ وَجْهُهُ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ঐ আমল কবুল করেন না, যা স্রেফ তাঁর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে না হয়'।[৮]

আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, হে রাসূল! কেউ যুদ্ধ করে গণীমত লাভের জন্য, কেউ যুদ্ধ করে খ্যাতি অর্জনের জন্য, কেউ যুদ্ধ করে তার পদমর্যাদা বৃদ্ধির জন্য। তাহ'লে কে সত্যিকারভাবে আল্লাহ্র রাস্তায় যুদ্ধ করে? জবাবে

৩. রশীদ রিযা, মুখতাছার তাফসীরুল মানার ২/১৮৬-১৮৭ সার-সংক্ষেপ।
৪. মিরক্বাত শারহু মিশকাত ৭/২৬৪ 'জিহাদ' অধ্যায়।
৫. ফাৎহুল বারী ৬/৫ পৃঃ 'জিহাদ' অধ্যায়।
৬. আবুদাঊদ, নাসাঈ, দারেমী, মিশকাত ২/৩৮২১ 'জিহাদ' অধ্যায়।
৭. তাফসীরে কুরতুবী ৮/১৫৩।
৮. আবুদাঊদ, নাসাঈ, আলবানী ছহীহ আবুদাঊদ হা/ ২৯৪৩।

মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ৩য়

রাসূল (ছাঃ) বললেন, مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ 'যে ব্যক্তি লড়াই করে এজন্য যে, আল্লাহ্র কালেমা সমুন্নত হৌক, সে ব্যক্তিই কেবল আল্লাহ্র রাস্তায় যুদ্ধ করে'।[৯]

সাহ্ল বিন হুনাইফ (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَنْ سَأَلَ اللهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকটে খালেছ অন্তরে শাহাদাত কামনা করে, আল্লাহ তাকে শহীদগণের স্তরে পৌঁছে দেন, যদিও সে বিছানায় মৃত্যুবরণ করে'।[১০]

একদা এক খুৎবায় ওমর ফারূক (রাঃ) বলেন, কেউ যুদ্ধে নিহত হ'লে বা মারা গেলে তোমরা বলে থাক 'অমুক লোক শহীদ হয়ে গেছে'। তোমরা এরূপ বলো না। বরং ঐরূপ বল যেরূপ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলতেন, مَنْ مَاتَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَوْ قُتِلَ فَهُوَ شَهِيْدٌ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় মৃত্যু বরণ করল কিংবা নিহত হ'ল, সেই ব্যক্তি শহীদ'।[১১]

অন্য হাদীছে এসেছে, যে (মুমিন) ব্যক্তি তার সম্পদ রক্ষার জন্য নিহত হ'ল, সে শহীদ হ'ল।[১২] যে ব্যক্তি নিজের পরিবার রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হ'ল, সে শহীদ হ'ল'।[১৩] যে ব্যক্তি স্বীয় জীবন রক্ষার্থে প্রাণ হারায়, সে শহীদ। যে ব্যক্তি স্বীয় দ্বীন রক্ষার্থে প্রাণ হারায়, সে শহীদ।[১৪]

অন্য হাদীছে এসেছে, আল্লাহ্র রাস্তায় নিহত ব্যক্তি ছাড়াও আরও সাত জন শহীদ রয়েছে। তারা হ'লঃ (১) মহামারীতে মৃত (মুমিন) ব্যক্তি (২) পানিতে ডুবে মৃত ব্যক্তি (৩) 'যাতুল জাম্ব' নামক কঠিন রোগে মৃত ব্যক্তি (৪) কলেরা বা অনুরূপ পেটের পীড়ায় মৃত ব্যক্তি (৫) আগুনে পুড়ে মৃত ব্যক্তি (৬) ভূমি ধ্বসে মৃত ব্যক্তি ও (৭) সন্তান প্রসব কালে মৃত মহিলা'।[১৫]

৯. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৮১৪ 'জিহাদ' অধ্যায়।*
১০. *মুসলিম, মিশকাত হা/৩৮০৮ 'জিহাদ' অধ্যায়।*
১১. *আহমদ প্রভৃতি, হাদীছ 'হাসান'; ফাৎহুলবারী 'জিহাদ' অধ্যায় ৭৭ অনুচ্ছেদ, ৬/১০৫-১০৬।*
১২. *বুখারী হা/২৪৮০ 'মাযালিম' অধ্যায়; মুসলিম হা/২২৬ 'ঈমান' অধ্যায়।*
১৩. *আহমাদ, তিরমিযী; তিরমিযী হাদীছটিকে 'ছহীহ' বলেছেন; ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৯১।*
১৪. *ছহীহ তিরমিযী হা/১১৪৮ 'দিয়াত' অধ্যায়।*
১৫. *আহমাদ, আবুদাঊদ, নাসাঈ, সনদ ছহীহ; ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৯০; ফাৎহুল বারী হা/২৮২৯ 'জিহাদ' অধ্যায় ৩০ অনুচ্ছেদ।*

উল্লেখ্য যে, ঐ সকল ব্যক্তি আখেরাতে শহীদের নেকী পাবেন। যদিও দুনিয়াতে তাদের গোসল ও জানাযা করা হবে। শহীদ গণ তিন শ্রেণীরঃ (১) যারা দুনিয়া ও আখেরাতে শহীদ। এঁরা হ'লেন, কাফিরদের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত মুমিন ব্যক্তি (২) আখেরাতে শহীদ। তারা হ'লেন উপরে বর্ণিত অন্যান্য শহীদগণ (৩) দুনিয়াতে শহীদ, আখেরাতে নয়। তারা হ'লঃ যুদ্ধের ময়দানে গণীমতের মাল আত্মসাৎকারী অথবা পলায়নপর অবস্থায় নিহত ব্যক্তি'।[১৬]

পরস্পরে মারামারি ও যুদ্ধ-বিগ্রহ মানুষ ও পশু-পক্ষী সকল প্রাণীর স্বভাবজাত বিষয়। স্ব স্ব স্বার্থ রক্ষার জন্য মানুষ পরস্পরে যুদ্ধ করে। ধর্মীয় স্বার্থে হ'লে তখন সেটা ধর্মযুদ্ধে পরিণত হয়। সেকারণ প্রত্যেক ধর্মেই যুদ্ধ একটি স্বীকৃত বিধান। ইসলাম আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ দ্বীন। যা সকল মানুষের কল্যাণে অবতীর্ণ হয়েছে। তাই ইহুদী-নাছারা সহ সকল এলাহী ধর্ম এবং হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন সহ সকল মানবরচিত ধর্ম এখন মানসূখ বা হুকুমরহিত হিসাবে গণ্য। তাই এসব ধর্ম রক্ষার জন্য লড়াই করাকে 'জিহাদ' বলা হবে না। বরং ঐসব ধর্মের অনুসারীদের হামলা থেকে ইসলামকে রক্ষা করার চূড়ান্ত প্রচেষ্টাকেই 'জিহাদ' বলা হবে। ইসলামে জিহাদ বা যুদ্ধ বিধান সম্পূর্ণরূপে দ্বীনের নিরিখে রচিত। এই বিধান সর্বব্যাপী ও সার্বজনীনভাবে কল্যাণময়। স্থান-কাল ও পাত্র বিবেচনায় এই বিধানের সুনির্দিষ্ট প্রয়োগবিধি রয়েছে। নিম্নের আলোচনায় তা ফুটে উঠবে ইনশাআল্লাহ।

ইসলামে জিহাদের বিধান

২৩ বছরের নবুঅতী জীবনের প্রথম ১৩ বছর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কায় অবস্থান করেন। এই সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সশস্ত্র জিহাদের নির্দেশ দেওয়া হয়নি। বরং তাঁকে প্রতিকূল পরিবেশে হিকমত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহ্র দ্বীনের পথে আহ্বানের নির্দেশ দেওয়া হয়। তাঁর সম্প্রদায় যখন তাঁর আহ্বানের মধ্যে বাপ-দাদার আমল থেকে চলে আসা চিরাচরিত রীতি ও সংস্কৃতির বিরোধী বক্তব্য দেখতে পেল, তখন তাঁর বিরুদ্ধে তারা খড়্গহস্ত হয়ে উঠলো এবং তাঁর উপরে নানাবিধ নির্যাতন শুরু করে দিল। এই সময় রাসূলকে বলা হয় اُدْعُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ 'তুমি আহ্বান কর মানুষকে তোমার প্রভুর পথে হিকমতের সাথে ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে এবং তাদের সাথে বিতর্ক কর সর্বাধিক সুন্দর পন্থায়' *(নাহল ১২৫)*। বলা হয়,

১৬. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৯১।*

ادْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةَ 'আপনি মন্দকে ভাল দ্বারা প্রতিরোধ করুন' *(মুমিনূন ৯৬)*। বলা হ'ল, فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ– 'তাহ'লে আপনার ও আপনার শত্রুর মধ্যে অবস্থা এমন দাঁড়াবে, যেন সে আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু' *(হা-মীম সাজদাহ ৩৪)*।

মক্কী জীবনে মন্দকে মন্দ দ্বারা, অস্ত্রকে অস্ত্র দ্বারা মুকাবিলা করার নির্দেশ আল্লাহপাক স্বীয় রাসূলকে দেননি। এই সময় তাঁকে কুরআন দ্বারা, সুন্নাহ দ্বারা, দলীল ও উপদেশ দ্বারা বাতিলপন্থী মন্দশক্তিকে মুকাবিলা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং এটাকেই 'বড় জিহাদ' হিসাবে উল্লেখ করে বলা হয়েছিল- فَلَاتُطِعِ الْكَافِرِيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيْرًا– 'আপনি কাফিরদের আনুগত্য করবেন না। বরং তাদের সাথে কুরআন দ্বারা বড় জিহাদে অবতীর্ণ হৌন' *(ফুরক্বান ৫২)*। কুরআন ও কুরআনের বাহক রাসূল ও তাঁর অনুসারীদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে কাফেররা মানসিক নিপীড়ন করতে থাকলে আল্লাহ বলেন, وَاِذَا رَاَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِىْ اٰيَاتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِىْ حَدِيْثٍ غَيْرِهِ. 'যখন আপনি তাদেরকে আমার আয়াত সমূহ নিয়ে খেল-তামাশায় লিপ্ত দেখবেন, তখন আপনি তাদের কাছ থেকে সরে যাবেন। যেপর্যন্ত না তারা অন্য কথায় লিপ্ত হয়' *(আন'আম ৬৮)*। আরো বলা হয়েছে, فَذَرْهُمْ يَخُوْضُوْا وَيَلْعَبُوْا حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِىْ يُوْعَدُوْنَ– 'তাদেরকে ছিদ্রান্বেষণ ও খেল-তামাশায় ছেড়ে দিন সেই দিবসের (ক্বিয়ামতের) সাক্ষাৎ পর্যন্ত, যে দিবসের ওয়াদা তাদেরকে করা হয়েছে' *(যুখরুফ ৮৩, মা'আরিজ ৪২)*। মক্কী যিন্দেগীতে সাধারণ মুসলমানদের সামাজিক জীবন ও চলাফেরা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّ اِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلَامًا– 'দয়ালু আল্লাহ্র সত্যিকারের বান্দা তারাই যারা ভূপৃষ্ঠে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং মূর্খরা যখন তাদের লক্ষ্য করে বিভিন্ন কথা বলতে থাকে, তখন তারা বলে 'সালাম' *(ফুরক্বান ৬৩)*। এই সময় কাফেরদের ক্ষমা করার উপদেশ দিয়ে আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন, فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيْلَ 'আপনি তাদেরকে সুন্দরভাবে ক্ষমা করুন' *(হিজর ৮৫)*। সাধারণ মুসলমানদেরকেও একই রূপ পরামর্শ দিয়ে বলা হয়, قُلْ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَغْفِرُوْا لِلَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ اَيَّامَ اللهِ– 'মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন ঐসব লোকদের ক্ষমা করে দেয়, যারা আল্লাহ্র দিবস সমূহ কামনা করে না' (অর্থাৎ ক্বিয়ামতের বিষয় সমূহে বিশ্বাস করে না) *(জাছিয়াহ ১৪)*। উপরে বর্ণিত আয়াতগুলির সবই মাক্কী। এইরূপে হজ্জ ৩৯ আয়াত নাযিলের পূর্বে ৭০-এর অধিক আয়াতে মক্কী জীবনে যুদ্ধকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল'।[১৭]

উপরের আলোচনায় মক্কী জীবনে জিহাদের প্রকৃতি ফুটে উঠেছে। প্রতিকূল পরিবেশ ও পরিস্থিতির কারণে সেখানে দ্বীনের দাওয়াতকে খুবই ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সাথে জনগণের নিকটে পেশ করতে হয়েছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও যখন কুফরী শক্তি ঈমানদারগণকে বরদাশত করতে পারলো না, বরং তাদের বিরুদ্ধে অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দিল এবং অবশেষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করল, তখন আল্লাহ্র নির্দেশে তিনি মদীনায় হিজরত করতে বাধ্য হন *(আনফাল ৩০)*। যেখানে পূর্ব থেকেই অন্ততঃ ৭৫ জন লোক তাঁর হাতে বায়'আত করে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন ও তাঁর জানমালের নিরাপত্তা দানে ওয়াদাবদ্ধ হয়েছিলেন। তাছাড়া মুছ'আব বিন 'ওমায়ের (রাঃ) সেখানে পূর্ব থেকেই দ্বীনের প্রচারে লিপ্ত ছিলেন ও ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রেখেছিলেন।

মদীনায় গিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিপুলভাবে সমাদৃত হন এবং জনসমর্থন ও শক্তি অর্জনে সমর্থ হন। ফলে এখানে যখন ২য় হিজরীতে মক্কার কাফেররা হামলা চালায়, তখন আর তাঁকে পূর্বের মক্কী জীবনের ন্যায় ছবর ও ক্ষমা করার নির্দেশ না দিয়ে বরং হামলাকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়।

আল্লাহ বলেন, قَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَاتَعْتَدُوْا. اِنَّ اللهَ لَايُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ– 'তোমরা যুদ্ধে লিপ্ত হও আল্লাহ্র রাস্তায় ঐসব লোকদের বিরুদ্ধে, যারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তবে বাড়াবাড়ি করো না। কেননা আল্লাহ সীমা লংঘনকারীদের ভালবাসেন না' *(বাক্বারাহ ১৯০)*।[১৮] অতঃপর সাধারণ ভাবে সকল মুশরিক ও কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রথম অনুমতি দেওয়া হয় ৬ষ্ঠ হিজরীতে হুদায়বিয়ার ঘটনার প্রেক্ষিতে সূরা হজ্জ ৩৯-৪০-য়ে বর্ণিত আয়াতদ্বয়ের মাধ্যমে'।[১৯] অবশ্য ইবনু আব্বাস (রাঃ) প্রমুখাৎ হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর উক্তি বর্ণিত হয়েছে যে, যে রাতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের উদ্দেশ্যে বের হন, সেদিন আবুবকর (রাঃ) দুঃখ করে বলেছিলেন, اُخْرِجُوْا نَبِيَّهُمْ. لَيُهْلِكُنَّ

১৭. *মা'আরেফুল কুরআন (সংক্ষিপ্ত), পৃঃ ৯০৩।*
১৮. *কুরতুবী ২/৩৪৭, শাওকানী, ফাৎহুল ক্বাদীর ১/১৯০।*
১৯. *কুরতুবী ২/৩৪৭।*

মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ৩য়

'তারা তাদের নবীকে বের করে দিল। অবশ্যই তারা ধ্বংস হবে'। তখন সূরা হজ্জ-এর ৩৯ আয়াত নাযিল হয়, أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوْا وَإِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ– 'যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হ'ল তাদেরকে যাদের সাথে কাফেররা যুদ্ধ করে; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম'। 'যাদেরকে তাদের ঘর-বাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বের করে দেওয়া হয়েছে শুধুমাত্র এই অপরাধে যে, তারা বলে আমাদের পালনকর্তা 'আল্লাহ'। যদি আল্লাহ মানবজাতির একদলকে আরেক দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহ'লে দুনিয়াত্যাগী নাছারাদের বিশেষ উপাসনালয়, সাধারণ উপসনালয়, ইহুদীদের উপাসনালয় ও মুসলমানদের মসজিদ সমূহ; যে সকল স্থানে আল্লাহ্র নাম অধিক হারে স্মরণ করা হয়, সবই বিধ্বস্ত হয়ে যেত। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করেন, যারা আল্লাহকে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাশক্তিধর ও পরাক্রমশালী' *(হজ্জ ৩৯-৪০)*। নাসাঈ ও তিরমিযী হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী হাদীছটিকে 'হাসান' বলেছেন। কুরতুবী বলেন, হাদীছটি একাধিক রাবী সাঈদ বিন জুবায়ের (রাঃ) থেকে 'মুরসাল' সূত্রে বর্ণনা করেছেন। সেখানে ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর নাম নেই।[২০] সম্ভবতঃ এসব কারণে কুরতুবী 'জিহাদের প্রথম অনুমতির আয়াত' হিসাবে সূরা হজ্জ-এর ৩৯-৪০ আয়াতটির চাইতে সূরায়ে বাক্বারাহ ১৯০ আয়াতকেই অধিক গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন الأول اكثر 'প্রথম মতটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য'।[২১] ইমাম শাওকানীও প্রথম মত অর্থাৎ সূরা বাক্বারাহ্র ১৯০ আয়াতকেই 'জিহাদের প্রথম অনুমতির আয়াত' বা آية الاذن فى القتال হিসাবে গণ্য করেছেন এবং পরের মতটিকে قِيْلَ (কথিত হয়েছে') বলে উল্লেখ করেছেন।[২২] ইবনু কাছীর স্বীয় তাফসীরে দ্বিতীয় মতটির কথা উল্লেখই করেননি।[২৩]

সূরা বাক্বারাহ ২১৬ আয়াতের তাফসীরে সৈয়দ রশীদ রিযা-এর আলোচনার পাদটীকায় শায়খ মুহাম্মাদ আহমাদ কিন'আন বলেন, মক্কী জীবনে 'ক্বিতাল' বা যুদ্ধের অনুমতি ছিল না। হিজরতের পরে অনুমতি দেওয়া হয়। অতঃপর অত্র আয়াতের মাধ্যমে তা 'ফরয' করা হয়।[২৪]

কোন ধরনের ফরয

বিদ্বানগণ এ বিষয়ে মতভেদ করেছেন। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব বলেন, জিহাদ প্রত্যেক মুসলমানের উপরে চিরকালের জন্য ফরয। ইবনু আত্বিইয়াহ বলেন, এ বিষয়ে উম্মতের 'ইজমা' বা ঐক্যমত রয়েছে যে, উম্মতে মুহাম্মাদীয়ার উপরে জিহাদ 'ফরযে কিফায়াহ'। তাদের কোন দল উক্ত দায়িত্ব পালন করলে বাকীদের উপর থেকে দায়িত্ব নেমে যায়। তবে যখন শত্রু ইসলামী সীমানায় অবতরণ করে, তখন প্রত্যেক মুসলমানের উপরে জিহাদ 'ফরযে আয়েন' হয়ে যায়।[২৫] আত্বা ও ছাওরী বলেন, 'জিহাদ' ইচ্ছাধীন বিষয়। তাঁরা সূরা নিসা ৯৫ আয়াত থেকে দলীল গ্রহণ করেন। যেখানে জিহাদকারী ও বসে থাকা সকল মুমিনকে জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। যুহরী ও আওযাঈ বলেন, আল্লাহ পাক জিহাদকে সকল মুসলমানের উপরে ফরয করেছেন, তারা যুদ্ধ করুক বা বসে থাকুক। যে ব্যক্তি যুদ্ধ করল, সে যথার্থ করল ও আশীষপ্রাপ্ত হ'ল। আর যে ব্যক্তি বসে রইল, সেও গণনার মধ্যে রইল। যদি তার নিকটে সাহায্য চাওয়া হয়, তাহ'লে সে সাহায্য করবে। আর যদি যুদ্ধে বের হওয়ার আহ্বান জানানো হয়, তাহ'লে যুদ্ধে বের হবে। আর যদি তাকে আহ্বান না জানানো হয়, তাহ'লে বসে থাকবে।[২৬] ইবনু কাছীর শেষোক্ত মতে সমর্থন করে বলেন, সেকারণেই ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ. مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِّنْ نِفَاقٍ– 'যে ব্যক্তি মারা গেল, অথচ জিহাদ করল না। এমনকি জিহাদের কথা মনেও আনলো না, সে ব্যক্তি মুনাফেকীর একটি শাখার উপরে মৃত্যু বরণ করল'।[২৭] অনুরূপভাবে মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঘোষণা করেন, لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ. وَ لَكِنْ جِهَادٌ وَ نِيَّةٌ. وَ إِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا– 'মক্কা বিজয়ের পরে আর হিজরত নেই। কিন্তু জিহাদ ও তার নিয়ত বাকী রইল। যখন তোমাদেরকে জিহাদের জন্য বের হওয়ার আহ্বান জানানো হবে, তখন তোমরা বের হবে'।[২৮] আল্লাহ বলেন, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَافَّةً. فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوْا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ– 'আর সমস্ত মুমিনের জন্য জিহাদে বের হওয়া সঙ্গত নয়।

২০. কুরতুবী ১২/৬৮।
২১. কুরতুবী ২/৩৪৭।
২২. ফাৎহুল ক্বাদীর ১/১৯০।
২৩. তাফসীর ইবনু কাছীর ১/২৩৩।
২৪. ঐ টীকা, মুখতাছার তাফসীরুল মানার ১/১৮৬।

২৫. কুরতুবী ৩/৩৮।
২৬. মুখতাছার তাফসীরুল বাগাভী ১/৭৭।
২৭. মুসলিম, মিশকাত হা/৩৮১৩ 'জিহাদ' অধ্যায়।
২৮. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৭১৫, ৩৮১৮ 'হারামে মক্কা ও তার নিরাপত্তা' অনুচ্ছেদ, 'মানাসিক' অধ্যায়; তাফসীর ইবনু কাছীর ১/২৫৯।

মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ৩য়

অতএব তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ দ্বীনের জ্ঞান অর্জনের জন্য কেন বের হ'ল না? যাতে তারা ফিরে এসে স্ব স্ব গোত্রকে সাবধান করতে পারে এবং যাতে তারা নিজেরাও বাঁচতে পারে? *(তওবাহ ১২২)*। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হোযায়েল গোত্রের লেহইয়ান উপদলের বিরুদ্ধে একটি সেনাদল পাঠানোর সময় বলেন, প্রতি দু'জনের মধ্যে একজনকে পাঠাবে। কিন্তু নেকী দু'জনের মধ্যে বন্টিত হবে'।[২৯] তাবুক যুদ্ধ থেকে ফিরে মদীনার উপকণ্ঠে পৌঁছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, নিশ্চয়ই মদীনাতে এমনকিছু লোক রয়েছে যারা তোমাদের সঙ্গে অভিযানে বের হয়নি বা কোন ময়দান অতিক্রম করেনি। অথচ তারা তোমাদের ন্যায় নেকীর হকদার। ছাহাবীগণ বললেন, এরূপ লোক কি মদীনাতে আছে? রাসূল (ছাঃ) তারা মদীনাতেই আছে। বিভিন্ন ওযর তাদেরকে আটকে রেখেছিল।[৩০] সাইয়িদ সাবিক্ব বলেন, এর কারণ এই যে, যদি জিহাদ প্রত্যেকের উপরে ফরয করা হ'ত, তাহ'লে মানুষের দুনিয়াবী শৃংখলা বিনষ্ট হয়ে যেত। অতএব জিহাদ কিছু লোকের উপরেই মাত্র ওয়াজিব, সবার উপরে নয়।[৩১]

ছহীহ বুখারীর সর্বশেষ ভাষ্যকার আহমদ ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, 'রাসূলের মৃত্যুর পরে জিহাদ 'ফরযে কেফায়াহ' হওয়ার মতামতই প্রসিদ্ধ রয়েছে। ..তবে যখন শত্রু ঘেরাও করে ফেলবে তখন ব্যতীত এবং শাসক যখন কাউকে জিহাদে নিয়োগ করবেন তখন ব্যতীত। তিনি বলেন, স্বতঃসিদ্ধ কথা এই যে, কাফিরের বিরুদ্ধে জিহাদ প্রত্যেক মুসলমানের জন্য নির্দিষ্ট। চাই সেটা হাত দিয়ে হৌক বা যবান দিয়ে হৌক বা মাল দিয়ে হৌক কিংবা অন্তর দিয়ে হৌক'।[৩২] ইমাম শাওকানীও এ কথা বলেন।[৩৩]

উপরের আলোচনায় পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, ঈমান, ত্বাহারৎ, ছালাত ও ছিয়ামের ন্যায় 'জিহাদ' প্রত্যেক মুমিনের উপরে সর্বাবস্থায় 'ফরযে আয়েন' নয়। বরং আযান, জামা'আত, ছালাতে জানাযাহ ইত্যাদির ন্যায় 'ফরযে কেফায়াহ'। যা উম্মতের কেউ আদায় করলে অন্যদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। না করলে সবাই গোনাহগার হয়।

ফরযে কেফায়াহ চার প্রকারঃ

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, 'ফরযে কেফায়াহ' চার ধরনের হয়ে থাকে- (১) **দ্বীনী ফরযঃ** যেমন দ্বীনী ইলম শিক্ষা করা, ইসলামের সত্যতার বিরুদ্ধে সংশয়-সন্দেহ সৃষ্টির প্রতিবাদ করা, জানাযার ছালাত আদায় করা, ছালাতের জন্য আযান দেওয়া, জামা'আত কায়েম করা ইত্যাদি। (২) **জীবিকা অর্জনের ফরযঃ** যেমন কৃষিকাজ, শিল্পকর্ম, ব্যবসা, চিকিৎসা বা অনুরূপ উপায়-উপাদান সমূহ অর্জন করা। যা না করলে মানুষের দ্বীন ও দুনিয়া দু'টিই বরবাদ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। (৩) **এমন ফরয, যা আদায়ের জন্য শাসকের নির্দেশ শর্ত রয়েছে।** যেমন 'জিহাদ' করা, শারঈ 'হদ' বা শাস্তি প্রয়োগ করা ইত্যাদি।[৩৪] কেননা এগুলিতে শাসকের একক অধিকার রয়েছে। (৪) **এমন ফরয, যা আদায়ের জন্য শাসকের অনুমতি শর্ত নয়।** যেমন সৎ কাজের নির্দেশ দেওয়া ও অসৎ কাজ হ'তে নিষেধ করা, ফযীলত ও নেকীর কাজের প্রতি মানুষকে আহ্বান করা ও নিকৃষ্ট কার্য সমূহ দূর করা ইত্যাদি।

এই সমস্ত কাজ প্রত্যেক মুমিনের উপরে 'ফরযে আয়েন' নয়। বরং উম্মতের কেউ সম্পাদন করলে অন্যের উপর থেকে 'ফরযিয়াত' দূরীভূত হয়।

এক্ষণে কোন্ কোন্ সময় জিহাদ প্রত্যেক মুমিনের উপরে 'ফরযে আয়েনে' পরিণত হয়, তা নিম্নে প্রদত্ত হ'লঃ

(১) **যুদ্ধের সারিতে উপস্থিত হ'লে।** এইরূপ অবস্থায় যুদ্ধ করা 'ফরযে আয়েন'। সেখান থেকে পালিয়ে আসা নিষিদ্ধ। আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيْرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ– 'হে মুমিনগণ! যখন তোমরা (কাফির) বাহিনীর মুখোমুখি হবে, তখন দৃঢ়ভাবে কায়েম থাক এবং আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হ'তে পার' *(আনফাল ৪৫)*। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلاَ تُوَلُّوْهُمُ الأَدْبَارَ– 'হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা কাফির বাহিনীর সাথে যুদ্ধের ময়দানে মুখোমুখি হবে, তখন কোন অবস্থায় পৃষ্ঠ প্রদর্শন করো না' *(আনফাল ১৫)*।

(২) **মুসলমানদের বাড়ীতে বা শহরে শত্রুবাহিনী উপস্থিত হ'লে।** এই সময় সকল শহরবাসীর উপরে ফরয হ'ল ঘর থেকে বেরিয়ে এসে শত্রুকে প্রতিরোধ করা। আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوْا فِيْكُمْ غِلْظَةً. وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ– 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা যুদ্ধ কর ঐসব কাফেরের বিরুদ্ধে যারা তোমাদের দুয়ারে হানা দিয়েছে। তারা তোমাদের

২৯. মুসলিম, মিশকাত হা/৩৮০০ 'জিহাদ' অধ্যায়।
৩০. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৮১৫-১৬।
৩১. সাইয়িদ সাবিক্ব, ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৮৪-৮৫।
৩২. ফাৎহুল বারী ৬/৪৫ পৃঃ।
৩৩. নায়লুল আওত্বার ৯/১০৫।
৩৪. ফাৎহুল কারী 'জিহাদ' অধ্যায়, 'আমীরের অনুমতি গ্রহণ' অনুচ্ছেদ ১১৩, হা/২৯৬৭।

মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ৩য়

কঠোরতা অনুভব করুক। আর জেনে রেখো আল্লাহ মুত্তাক্বীদের সাথে রয়েছেন' *(তাওবাহ ১২৩)*।

(৩) **শাসক যখন কাউকে যুদ্ধে বের হবার নির্দেশ দিবেন**। আল্লাহ বলেন,يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا مَا لَكُمْ إِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ. أَرَضِيْتُمْ بِالْحَيَوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ. فَمَامَتَاعُ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا فِى الْآخِرَةِ إِلاَّ قَلِيْلٌ– 'তোমাদের কি হয়েছে যে, যখন তোমাদেরকে আল্লাহ্র পথে বের হবার জন্য বলা হয়, তখন তোমরা মাটি কামড়ে পড়ে থাক। তোমরা কি আখেরাতের বদলে দুনিয়ার জীবনের উপরে তুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়াবী জীবনের উপকরণ অতীব সামান্য' *(তাওবাহ ৩৮)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'মক্কা বিজয়ের পরে আর হিজরত নেই। কিন্তু জিহাদ ও নিয়ত বাকী রইল। এক্ষণে যখন তোমাদেরকে যুদ্ধে বের হ'তে বলা হবে, তখন তোমরা বেরিয়ে পড়বে'।[৩৫]

জিহাদে পিতা-মাতা ও ঋণদাতার অনুমতি গ্রহণঃ

উল্লেখ্য যে, জিহাদ যখন 'ফরযে কেফায়াহ' বা ইচ্ছাধীন বিষয়ে পরিণত হবে, তখন জিহাদে যাওয়ার জন্য পিতা-মাতার অনুমতি থাকা যরূরী। বরং এমতাবস্থায় জিহাদে গমন ঐব্যক্তির জন্য মোটেই সিদ্ধ নয়, যে ব্যক্তি স্বীয় পরিবার, সন্তান-সন্ততি ও পিতা-মাতার খিদমতের দায়িত্ব হ'তে মুক্ত হ'তে না পেরেছে।[৩৬] ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলামঃ কোন আমল আল্লাহ্র নিকটে সর্বাধিক প্রিয়? তিনি বললেন, ওয়াক্ত মত ছালাত আদায় করা (অন্য বর্ণনায় এসেছে, আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা'[৩৭])। আমি বললাম, তারপর কি? তিনি বললেন, পিতামাতার সেবা করা। বললাম তারপর কি? তিনি বললেন, আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করা'।[৩৮] আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে এসে জিহাদে গমনের অনুমতি চাইল। রাসূল তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার পিতা-মাতা জীবিত আছেন কি? লোকটি বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহ'লে তাঁদের মাঝেই জিহাদ কর (অর্থাৎ তাঁদের সেবাযত্নে মনোনিবেশ কর)।[৩৯]

একইভাবে ইচ্ছাধীন জিহাদে গমনের পূর্বে ঋণদাতার অনুমতি প্রয়োজন হবে। কেননা জিহাদ সকল গোনাহের কাফফারা হ'লেও ঋণের দায়িত্ব থেকে মুজাহিদ ব্যক্তি মুক্ত নন।[৪০] সাইয়িদ সাবিক্ব বলেন, ঋণের সঙ্গে যুক্ত হবে তার অন্যান্য যুলম সমূহ। যেমন মানুষ খুন করা, অন্যায়ভাবে জনগণের অর্থ আত্মসাৎ করা ইত্যাদি *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৯১)*।

জিহাদ কাদের উপরে ফরয ও কাদের উপরে নয়

সুস্থ, বয়ঃপ্রাপ্ত, জ্ঞান সম্পন্ন, মুসলিম পুরুষের উপরে জিহাদ ফরয, যখন তার নিকটে পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের বাইরে জিহাদের জন্য প্রয়োজনীয় রসদ, সুযোগ ও সামর্থ্য থাকবে।[৪১] জিহাদ ফরয নয় কোন অমুসলিমের উপরে, দুর্বলের উপরে, নারীর উপরে, রোগীর উপরে, শিশু ও পাগলের উপরে। এইসব লোকদের কেউ জিহাদ থেকে দূরে থাকলেও কোন দোষ বর্তাবে না। বরং জিহাদে এদের উপস্থিতি উপকারের চাইতে ক্ষতির কারণ বেশী হবে। আল্লাহ বলেন, لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى وَلاَ عَلَى الَّذِيْنَ لاَ يَجِدُوْنَ مَا يُنْفِقُوْنَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوْا لِلّٰهِ وَ رَسُوْلِهِ. 'দুর্বলদের উপরে, রোগীদের উপরে, ব্যয়ভার বহনে অসমর্থদের উপরে (জিহাদ থেকে দূরে থাকায়) কোন দোষ নেই, যখন তারা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি খালেছ অনুরাগী হবে'..*(তওবাহ ৯১)*।

(ক) **শিশুঃ** আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন যে, ওহোদ যুদ্ধে যোগদানের জন্য আমি রাসূলের নিকটে গেলাম, তখন আমার বয়স ছিল চৌদ্দ বছর। কিন্তু তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন না।[৪২] কেননা জিহাদ একটি ইবাদত, যা বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যতীত অন্যদের উপরে ফরয নয়।[৪৩]

(খ) **মহিলাঃ** মা আয়েশা (রাঃ) একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বললেন, হে রাসূল! মেয়েদের জন্য কি জিহাদ নেই? রাসূল বললেন, অবশ্যই আছে। তবে সে জিহাদে ক্বিতাল নেই (অর্থাৎ যুদ্ধ নেই)। সেটি হ'লঃ হজ্জ ও ওমরাহ'।[৪৪] উম্মে সালামা (রাঃ) একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বললেন, হে রাসূল! পুরুষেরা যুদ্ধ করে, অথচ আমরা করি না। সম্পত্তির অংশ বন্টনেও আমরা পুরুষের অর্ধেক পাই। তখন নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়, وَلاَتَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ. وَسْئَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ. إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا– 'তোমরা আকাংখা করো না এমন সব

৩৫. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৭১৫, ৩৮১৮; ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৮৫।*
৩৬. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৮৬; ফাৎহুলবারী 'জিহাদ' অধ্যায় 'জিহাদ গমনে পিতামাতার অনুমতি' অনুচ্ছেদ ১৩৮।*
৩৭. *আহমাদ, আবুদাঊদ প্রভৃতি, মিশকাত হা/৬০৭।*
৩৮. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৬৮।*
৩৯. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৮১৭।*
৪০. *মুসলিম, মিশকাত হা/৩৮০৬;; ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৮৬।*
৪১. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৮৫।*
৪২. *বুখারী ও মুসলিম; ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৮৬।*
৪৩. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৮৫।*
৪৪. *আহমাদ, ইবনু মাজাহ; মিশকাত হা/২৫৩৪।*

বিষয়ে, যেসব বিষয়ে আল্লাহ তোমাদেরকে একে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। পুরুষ যা অর্জন করে, সেটা তার অংশ এবং নারী যা অর্জন করে, সেটা তার অংশ। তোমরা আল্লাহ্র নিকটে অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত' *(নিসা ৩২)*। অর্থাৎ পুরুষ ও নারীর যোগ্যতা ও কর্মক্ষেত্র পৃথক ও সুনির্দিষ্ট। অতএব একে অপরের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করার আকাংখা করবে না। প্রত্যেকেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করলে পূর্ণ নেকীর হকদার হবে।[৪৫]

অবশ্য নারীদের জিহাদের ময়দানে যুদ্ধ ব্যতীত অন্যান্য সেবা দান ও চিকিৎসা কার্যে নিয়োজিত হ'তে বাধা দেওয়া হয়নি। আনাস (রাঃ) বলেন, ওহোদ বিপর্যয়ের দিন আমি আয়েশা ও উম্মে সুলাইম (রাঃ)-কে পানির মশক পিঠে করে নিয়ে আহতদের নিকটে গিয়ে গিয়ে পানি পান করাতে দেখেছি।[৪৬] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, উম্মে সুলাইম ও তার সাথী আনছার মহিলাদের একটি দল যুদ্ধের ময়দানে সৈন্যদের পানি পান করিয়েছে এবং আহতদের চিকিৎসা করেছে'।[৪৭] ওহোদ যুদ্ধে আহত রক্তাক্ত রাসূলের যখম সমূহ ফাতিমা (রাঃ) নিজ হাতে পরিষ্কার করেন। পাথরের আঘাতে চারটি দাঁত ভাঙ্গার ফলে কপোল গণ্ডের ফিনকি দেওয়া রক্ত বন্ধ না হওয়ায় চাটাই পুড়িয়ে তার পোড়া ছাই দিয়ে তিনি সে রক্ত বন্ধ করেন'।[৪৮] এছাড়াও রাসূলের নিহত হবার খবর শুনে মদীনা থেকে সম্মানিতা মহিলাগণ দলে দলে দৌড়ে ওহোদের ময়দানে চলে আসেন।[৪৯] উম্মে সালীত্ব আনছারী (রাঃ) ওহোদ যুদ্ধে মুজাহিদদের জন্য পানির মশক সেলাই করে দিয়েছিলেন।[৫০] রুবাই'ই বিনতে মু'আউভিয (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে যুদ্ধে যেতাম এবং লোকদের পানি পান করাতাম ও তাদের খেদমত করতাম। আহত ও নিহতদের মদীনায় নিয়ে আসতাম'। ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, এতে প্রমাণিত হয় যে, যরূরী প্রয়োজনে মহিলাগণ বেগানা পুরুষের চিকিৎসা করতে পারেন।[৫১]

আনাস (রাঃ) বলেন যে, হুনাইনের যুদ্ধে উম্মে সুলাইমের হাতে খঞ্জর অর্থাৎ দু'ধারী লম্বা ছুরি দেখে রাসূল (ছাঃ) তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, যদি কাফের সৈন্য আমার নিকটবর্তী হয়, তবে এ দিয়ে আমি তার পেট ফেড়ে ফেলব। জবাব শুনে রাসূল (ছাঃ) হেসে ফেললেন।[৫২] খ্যাতনামা ছাহাবী 'উবাদা বিন ছামেতের স্ত্রী মহিলা ছাহাবী উম্মে হারাম বিনতে মিলহান (রাঃ) মু'আবিয়া (রাঃ)-এর স্ত্রী ফাখেতাহ বিনতে ক্বারাযাহ্র সাথে হযরত ওছমানের আমলে (২৩-৩৫ হিঃ) ২৮ হিজরী সনে ইসলামের ইতিহাসের ১ম নৌযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।[৫৩]

উপরের আলোচনায় বুঝা গেল যে, যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ না করলেও যুদ্ধে সহযোগিতার অন্যান্য ক্ষেত্রে মহিলাগণ সহ যে কোন দুর্বল ও অপারগ মুমিন অংশগ্রহণ করতে পারবেন। বরং দুর্বলদের সহযোগিতাকে উৎসাহিত করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, انّما ينصرُ اللهُ هذهِ الأمّةَ بضعيفِها بدَعْوتِهِمْ و صلاتِهِمْ و اخلاصِهِمْ. 'নিশ্চয়ই আল্লাহ সাহায্য করেছেন এই উম্মতকে তার দুর্বল শ্রেণীর দ্বারা: তাদের দাওয়াতের মাধ্যমে, ছালাত ও দো'আর মাধ্যমে ও তাদের খুলূছিয়াতের মাধ্যমে'[৫৪] আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেন, سمعْتُ رسُولَ اللهِ (ص) يقُولُ: ابْغُونِى فِى الضُّعفاءِ. فانّما تُرْزَقُونَ و تُنْصَرُوْنَ بضُعفائكُمْ- 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে একথা বলতে শুনেছি যে, তোমরা আমাকে দুর্বলদের মধ্যে সন্ধান কর। কেননা তোমরা রূযীপ্রাপ্ত হয়ে থাক ও সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে থাক তোমাদের মধ্যকার দুর্বলদের মাধ্যমে'।[৫৫]

এর অর্থ এটা নয় যে, মুসলমানদের দুর্বল হয়ে থাকতে হবে। বরং **এর অর্থ হ'লঃ মুসলিম উম্মাহ্র সকল সদস্য ও সদস্যার উপরে সর্বদা জিহাদ ফরয**। তার মধ্যে কেউ সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে, কেউ যুদ্ধে সহযোগিতা করবে। কিন্তু অন্তর থেকে কেউ জিহাদ থেকে বিরত থাকার ইচ্ছা পোষণ করলে সে মুনাফিক হয়ে মরবে।[৫৬] আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় জনগণের পক্ষ হ'তে সুশিক্ষিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নিয়মিত সেনাবাহিনী সরাসরি যুদ্ধের দায়িত্ব পালন করবে এবং অন্যেরা তাদের সহযোগিতা করবে। নিয়ত খালেছ থাকলে ও যুদ্ধ আল্লাহ্র জন্য হ'লে সকলেই জিহাদের পূর্ণ নেকী লাভে ধন্য হবেন ইনশাআল্লাহ। এমনকি 'জিহাদের জন্য অমুসলিমদের নিকট থেকেও সাহায্য গ্রহণ করা জায়েয আছে, যদি তাদের থেকে কোনরূপ ক্ষতির আশংকা না করা হয়'।[৫৭]

---

৪৫. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৮৬ টীকা- ১।*
৪৬. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ফাৎহুল বারী হা/২৮৮০ 'জিহাদ' অধ্যায়, ৬৫ অনুচ্ছেদ।*
৪৭. *মুসলিম হা/১৮১০ 'জিহাদ' অধ্যায় অনুচ্ছেদ ৪৭।*
৪৮. *ফাৎহুল বারী হা/৩০৩৭ 'জিহাদ' অধ্যায় ১৬৩ অনুচ্ছেদ।*
৪৯. *সুলায়মান মানছূরপুরী, রাহমাতুল লিল আলামীন ১/১০৯।*
৫০. *ফাৎহুল বারী হা/২৮৮১ 'জিহাদ' অধ্যায়, ৬৬ অনুচ্ছেদ।*
৫১. *ফাৎহুল বারী 'জিহাদ' অধ্যায়, ৬৮ অনুচ্ছেদ।*

৫২. *মুসলিম হা/১৮০৯ 'জিহাদ' অধ্যায় ৪৭ অনুচ্ছেদ।*
৫৩. *ফাৎহুলবারী হা/২৮৭৮ 'জিহাদ' অধ্যায়, ৬৩ অনুচ্ছেদ।*
৫৪. *নাসাঈ, বুখারী; ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৮৭।*
৫৫. *সুনানের কিতাব সমূহ; মিশকাত হা/৫২৩২, ৫২৪৬।*
৫৬. *মুসলিম, মিশকাত হা/৩৮১৩।*
৫৭. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৮৭।*

মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ৩য়

জিহাদ হবে আল্লাহ্‌র কালেমাকে সমুন্নত করার জন্য ও তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য

আল্লাহ বলেন, وَ أَيَّدَهُ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا السُّفْلَى. وَكَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا. 'তিনি রাসূলকে সাহায্য করেন এমন বাহিনী দ্বারা, যাদেরকে তোমরা দেখোনি এবং তিনি কাফিরদের ঝাণ্ডাকে অবনমিত করেন ও আল্লাহ্‌র ঝাণ্ডাকে সমুন্নত করেন' *(তাওবাহ ৪০)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, 'যে ব্যক্তি লড়াই করে এজন্য যে, আল্লাহ্‌র কালেমা সমুন্নত হৌক, সে ব্যক্তিই কেবল আল্লাহ্‌র রাস্তায় যুদ্ধ করে'।[৫৮] আল্লাহ বলেন, هُوَالَّذِىْ أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْكَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ- 'তিনিই সেই সত্তা যিনি স্বীয় রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য দ্বীন সহকারে প্রেরণ করেছেন, যাতে তাকে সকল দ্বীনের উপরে তিনি বিজয়ী করতে পারেন। যদিও মুশরিকগণ এটা পসন্দ করে না' *(ছফ ৯)*।

আল্লাহ্‌র কলেমাকে সমুন্নত করা ও আল্লাহ্‌র দ্বীনকে সমাজে প্রচলিত অন্যান্য দ্বীনসমূহের উপরে বিজয়ী করার বিষয়টি শুধুমাত্র সামরিক বা রাজনৈতিক বিজয়ের মাধ্যমে সম্ভব নয়। বরং এর জন্য প্রয়োজন জনগণের আক্বীদা ও আমলের সংস্কারের মাধ্যমে দীর্ঘস্থায়ী বিজয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ ও তার যথাযথ বাস্তাবায়ন। সামরিক ও রাজনৈতিক বিজয়ের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখা এবং শাসন ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য যেমন প্রয়োজনে সশস্ত্র যুদ্ধ করা যরূরী, তেমনি শান্তির অবস্থায় কথা, কলম ও সংগঠনের মাধ্যমে বাতিলের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রতিরোধ যুদ্ধ অব্যাহত রাখা যরূরী।

১৯০ বছরের ইংরেজ শাসন যেমন এদেশের মানুষকে খৃষ্টান বানাতে পারেনি, তেমনি প্রায় ৬৫০ বছরের মুসলিম শাসন ভারতবর্ষকে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট দেশে পরিণত করতে পারেনি। কেননা অস্ত্র, অর্থ ও ক্ষমতা কখনোই স্থায়ী হয় না এবং তা কখনোই মানুষের হৃদয়ে স্থায়ী রেখাপাত করে না। কিন্তু আদর্শ বা দ্বীন মানুষের মধ্যে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার ক'রে থাকে। যা শত শত বছর ধরে বজায় থাকে। তাই অন্যান্য দ্বীনের উপরে ইসলামকে বিজয়ী করতে গেলে সাময়িক সশস্ত্র যুদ্ধ বা রাজনৈতিক বিজয়ের মাধ্যমে সম্ভব নয়। এর জন্য চাই চিন্তা, যুক্তি, বিজ্ঞান সবকিছু দিয়ে অন্য দ্বীনকে পরাভূত করা। নবীগণ সকল যুগে মূলতঃ এ দায়িত্বই পালন করে গিয়েছেন।

অতএব আল্লাহ্‌র কালেমাকে সমুন্নত করার জন্য প্রয়োজন মুহূর্তে সশস্ত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা যেমন 'জিহাদ', মুখের ভাষা ও লেখনীর মাধ্যমে ও নিরন্তর সাংগঠনিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে মানুষের চিন্তা-চেতনা ও আমল-আচরণে পরিবর্তন আনাও তেমনি 'জিহাদ'। এর জন্য জান-মাল, সময় ও শ্রম ব্যয় করাও তেমনি 'জিহাদ'। কেননা অন্যান্যদের ন্যায় দুনিয়াবী স্বার্থে যুদ্ধ-বিগ্রহকে ইসলাম কখনোই সমর্থন করেনি। বরং ইসলামী জিহাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হ'ল 'মানবতার কল্যাণ সাধন ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন'। আর এজন্য সর্বতোভাবে শক্তি অর্জন করা যরূরী। আল্লাহ বলেন, وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَّااسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ وَ آخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ. لاَتَعْلَمُوْنَهُمْ. اَللهُ يَعْلَمُهُمْ. وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لاَتُظْلَمُوْنَ- 'তোমরা প্রস্তুত কর তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সকল শক্তি এবং পালিত সুশিক্ষিত ঘোড়া। এর মাধ্যমে তোমরা ভীত করবে আল্লাহ্‌র শত্রুকে ও তোমাদের শত্রুকে এবং ঐসব শত্রুকে যাদেরকে তোমরা জানো না। আল্লাহ তাদের জানেন। মনে রেখ, আল্লাহ্‌র রাস্তায় তোমরা যা কিছু খরচ করবে, তোমাদেরকে তা পরিপূর্ণ রূপে ফেরৎ দেওয়া হবে এবং তোমাদের উপর মোটেই যুলম করা হবে না' *(আনফাল ৬০)*। আয়াতে বর্ণিত 'ঘোড়া' কথাটি এসেছে উদাহরণ স্বরূপ তৎকালীন সময়ের প্রধান যুদ্ধবাহন হিসাবে। এর দ্বারা সকল যুগের সকল প্রকারের যুদ্ধোপকরণ বুঝানো হয়েছে। অনুরূপভাবে 'শক্তি' কথাটি 'আম'। এ দ্বারা অর্থ, অস্ত্র, কথা-কলম, সংগঠন সবই বুঝানো হয়েছে। হাদীছে পরিষ্কারভাবে এর ব্যাখ্যা এসেছে এভাবে 'তোমরা জিহাদ কর মুশরিকদের বিরুদ্ধে তোমাদের মাল দ্বারা, জান দ্বারা ও যবান দ্বারা'।[৫৯]

মোট কথা শিরক ও কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে মুমিনের সর্বাত্মক ও আপোষহীন প্রচেষ্টা নিয়োজিত করাকে 'জিহাদ' বলে। এখানে গিয়ে জিহাদকে ৩টি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যথাঃ (১) **নফসের বিরুদ্ধে জিহাদঃ** নফসের মধ্যে খারাব চিন্তা আসাটা স্বাভাবিক। সেকারণ নফসকে কলুষিত করে ও আখেরাতের চিন্তা থেকে দূরে সরিয়ে নেয় এমন সব সাহিত্য, পরিবেশ ও প্রচার মাধ্যম থেকে ও দুনিয়াবী জৌলুস থেকে নিজেকে সাধ্যমত দূরে সরিয়ে রাখতে হবে এবং সর্বদা দ্বীনী আলোচনা ও পরিবেশের মধ্যে নিজেকে ধরে রাখতে হবে। যেমন আল্লাহ তাঁর রাসূলকে নির্দেশ দিচ্ছেন, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوةِ

---

৫৮. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৮১৪ 'জিহাদ' অধ্যায়।

৫৯. আবুদাঊদ, নাসাঈ, দারেমী, মিশকাত হা/৩৮২১।

وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ وَلاَتَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا. وَلاَتُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ اَمْرُهُ فُرُطًا– 'আপনি নিজেকে ঐসব লোকদের সাথে ধরে রাখুন, যারা তাদের প্রভুকে ডাকে সকালে ও সন্ধ্যায়। তারা কামনা করে কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি। আপনি তাদের থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিবেন না। আপনি কি দুনিয়াবী জীবনের জৌলুস কামনা করেন? আপনি ঐ ব্যক্তির অনুসরণ করবেন না, যার অন্তর আমাদের স্মরণ থেকে খালি হয়েছে এবং সে প্রবৃত্তির অনুসারী হয়েছে ও তার কাজকর্মে সীমালংঘন এসে গেছে' *(কাহফ ২৮)*।

(২) **শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদঃ** শয়তান জিন ও ইনসান উভয়ের মধ্য থেকে হ'তে পারে *(নাস ৬)*। এদের দিনরাতের কাজ হ'ল বিভিন্ন ধোঁকার মাধ্যমে মুমিনকে পথভ্রষ্ট করা। আল্লাহ বলেন, وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِىٍّ عَدُوًّا شَيَاطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِىْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا. 'এমনিভাবে আমি প্রত্যেক নবীর জন্য শত্রু করেছি মানুষ ও জিন থেকে একদল শয়তানকে। যারা ধোঁকা দেওয়ার জন্য একে অপরকে কারুকার্য খচিত কথাবার্তা পৌঁছে দেয়' *(আন'আম ১১২)*। এদের থেকে বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন, وَاِذَا رَاَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِىْ اٰيَاتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِىْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ– 'যখন আপনি ঐসব লোকদের দেখবেন যে, আমার আয়াত সমূহ নিয়ে উপহাস করছে, তখন আপনি তাদেরকে এড়িয়ে চলবেন, যে পর্যন্ত না তারা অন্য কথায় লিপ্ত হয়' *(আন'আম ৬৮)*।

(৩) **কাফির-মুশরিক ও ফাসিক-মুনাফিকের বিরুদ্ধে জিহাদঃ** আল্লাহ বলেন, يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ. 'হে নবী! আপনি জিহাদ করুন কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে এবং তাদের উপরে কঠোর হৌন' *(তাওবাহ ৭৩, তাহরীম ৯)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ হবে অস্ত্রের দ্বারা এবং মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ হবে যবান দ্বারা এবং অন্যান্য পন্থায় কঠোরতা অবলম্বনের দ্বারা'। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর হাত দ্বারা, না পারলে যবান দ্বারা, না পারলে ওদেরকে এড়িয়ে চল'। ইবনুল আরাবী বলেন, যবান দ্বারা দলীল কায়েম করার বিষয়টি হ'ল স্থায়ী জিহাদ'।[৬০] আধুনিক যুগে যবান, কলম ও অন্যান্য প্রচার মাধ্যম একই গুরুত্ব বহন করে। বরং কলমই হ'ল স্থায়ী জিহাদ।

৬০. কুরতুবী ৮/২০৪।

উপসংহারঃ

উপরের আলোচনা সমূহ থেকে কয়েকটি বিষয় ফুটে ওঠে। যেমন-

(১) মক্কী জীবনে সশস্ত্র যুদ্ধের নির্দেশ ছিল না। মাদানী জীবনের দ্বিতীয় বছরে অর্থাৎ ২য় হিজরীতে বাক্বারাহ ১৯০ আয়াতের মধ্যমে বদর যুদ্ধের সময় হামলাকারী সশস্ত্র কাফির ও মুশরিক শত্রুদের বিরুদ্ধেই কেবল সশস্ত্র যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়। অতঃপর ৬ষ্ঠ হিজরীতে হুদায়বিয়ার ঘটনার পরে হজ্জ ৩৯-৪০ আয়াতের মাধ্যমে কাফির-মুশরিকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধের সাধারণ অনুমতি দেওয়া হয়।

(২) যুদ্ধকালীন অবস্থায় আক্রান্ত এলাকার সকল মুসলমানের উপরে জিহাদ 'ফরযে আয়েন'। কেউ সরাসরি যুদ্ধে রত হবে। কেউ যুদ্ধে বিভিন্নভাবে সাহায্য করবে। আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কোন মুসলিম রাষ্ট্র অন্য কোন অমুসলিম রাষ্ট্র কর্তৃক আক্রান্ত হ'লে আক্রান্ত রাষ্ট্রের সকল মুসলিম নাগরিকের উপরে জিহাদ 'ফরযে আয়েন'। অন্য রাষ্ট্রের মুসলমানদের উপরে 'ফরযে কেফায়াহ'। তারা আক্রান্ত রাষ্ট্রকে সম্ভাব্য সর্বপ্রকার সহযোগিতা দেবে।

(৩) শান্তির অবস্থায় কুরআন, হাদীছ, বিজ্ঞান ও বিভিন্ন যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যে অন্যান্য দ্বীনের উপরে ইসলামকে বিজয়ী করবার সংগ্রামকেই বলা হবে 'জিহাদ'। এই জিহাদে দৃঢ় ও আপোষহীন থাকা এবং জান-মাল ব্যয় করাকে জান্নাত লাভের কারণ হিসাবে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে।[৬১]

(৪) মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রে বসবাস করেও যারা অনৈসলামী আইনে শাসিত হচ্ছেন, তারা নিজ রাষ্ট্রে ইসলামী আইন ও শাসন জারির পক্ষে জনমত সংগঠন করবেন ও সবশেষে তা পরিবর্তনের জন্য ইসলামী পন্থায় চূড়ান্ত প্রচেষ্টা চালাবেন। আর যারা অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রে বসবাস করেন, তারা ইসলামের সুমহান আদর্শ প্রচার করবেন এবং বাতিলের বিরুদ্ধে সাধ্যমত আপোষহীন থাকবেন। যেভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কী জীবনে বাস করেছিলেন।

কিন্তু 'অনৈসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা চূর্ণ করে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাই হচ্ছে ইসলামী জিহাদের মূল উদ্দেশ্য'[৬২] জিহাদের এই ধরনের ব্যাখ্যার পিছনে কুরআন, হাদীছ ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবন থেকে সরাসরি কোন সমর্থন পাওয়া যায় না। যদিও ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ব্যতিত

৬১. আলে ইমরান ১৪২, তওবাহ ১৬, ছফ ১১।
৬২. সাইয়িদ আবুল আ'লা মওদূদী, আল্লাহর পথে জিহাদ (অনুবাদঃ মাওলানা আব্দুর রহীম, ঢাকাঃ মার্চ ১৯৭০) পৃঃ ৩৫।

ইসলামী বিধান সমূহ পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। অনুরূপভাবে 'কবীরা গোনাহগার' মুসলমানদের খতম করে সমাজকে নির্ভেজাল করার জঙ্গীবাদী তৎপরতা কোন 'জিহাদ' নয়, ক্বিতালও নয়। আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন খলীফা হিসাবে। সাধারণ নাগরিক হিসাবে এই অধিকার অন্যদের নেই। দ্বিতীয়তঃ যাকাত সহ যেকোন ফরযকে অস্বীকার করলে সে 'কাফির' হয়ে যায়। সে হিসাবে অনুরূপ কোন নামধারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন মুসলিম সরকার আজও কঠোর দণ্ড দিতে পারেন। কিন্তু সাধারণ নাগরিকেরা ঐ দণ্ড প্রদানের ক্ষমতা রাখেন না।

(৫) দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনকে জিহাদের ময়দানে শাহাদাত পিয়াসী সৈনিকের মত কুফর, শিরক ও যাবতীয় বাতিল প্রতিরোধে সদা কর্মচঞ্চল রাখতে হবে। অমনিভাবে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখার জন্য মুমিন-ফাসিক সকল ধরনের শাসকের নির্দেশ মতে[৬৩] অতন্ত্র প্রহরীর ন্যায় যেমন সীমান্ত পাহারা দিতে হবে, তেমনি যেকোন সংকটময় পরিস্থিতিতে প্রয়োজনে সশস্ত্র যুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

জিহাদের ফযীলতঃ

(১) আল্লাহপাক এরশাদ করেন, إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. يُقَاتِلُوْنَ فِى سَبِيْلِ اللهِ. فَيَقْتُلُوْنَ وَ يُقْتَلُوْنَ. 'নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনের জান-মাল খরিদ করে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে। তারা লড়াই করে আল্লাহর রাস্তায়। অতঃপর তারা মারে ও মরে' (তাওবাহ ১১১)। (২) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَنْ قُتِلَ فِى سَبِيْلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَ مَنْ مَاتَ فِى سَبِيْلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ. যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়, সে ব্যক্তি শহীদ। যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় মৃত্যুবরণ করে, সে ব্যক্তি শহীদ'...।[৬৪] (৩) তিনি বলেন, لَنْ يَبْرَحَ هَذَا الدِّيْنُ قَائِمًا، يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ حَتَّى تَقُوْمَ السَّاعَةُ- 'এই দ্বীন চিরকাল কায়েম থাকবে। মুসলমানদের একটি দল ক্বিয়ামত পর্যন্ত এই দ্বীনের জন্য লড়াই করবে।[৬৫] (৪) তিনি বলেন, إِنَّ فِى الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِيْنَ فِى سَبِيْلِ اللهِ. مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ. فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَاسْأَلُوْهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَ أَعْلَى الْجَنَّةِ وَ فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمٰنِ وَ مِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ- 'আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদকারীদের জন্য আল্লাহপাক জান্নাতে একশতটি স্তর করেছেন। প্রতিটি স্তরের মধ্যকার দূরত্ব আসমান ও যমীনের মধ্যকার দূরত্বের ন্যায়। অতএব যখন তোমরা প্রার্থনা করবে, তখন 'ফেরদৌস' প্রার্থনা করবে। কেননা এটি হ'ল জান্নাতের মধ্যবর্তী ও সর্বোচ্চ স্তর। এর উপরেই আরশ অবস্থিত এবং সেখান থেকে জান্নাতের নহর সমূহ প্রবাহিত হয়'।[৬৬] (৫) তিনি বলেন, مَا اغْبَرَّتْ قَدَمَا عَبْدٍ فِى سَبِيْلِ اللهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ، 'যার পদযুগল আল্লাহ্‌র রাস্তায় ধূলি ধূসরিত হয়েছে, তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না'।[৬৭] পদযুগল ধূলি ধূসরিত হওয়া' অর্থঃ দেহ-মন সবকিছু আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করা। (৬) যেমন অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَغَدْوَةٌ فِى سَبِيْلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَ مَا فِيْهَا- 'আল্লাহ্‌র রাস্তায় একটি সকাল ও একটি সন্ধ্যা, দুনিয়া ও তার মধ্যকার সকল কিছু হ'তে উত্তম'।[৬৮] (৭) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلاَّ الَّذِىْ مَاتَ مُرَابِطًا فِى سَبِيْلِ اللهِ. فَإِنَّهُ يُنْمَى لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ يَأْمَنُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ- 'প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির আমল বন্ধ হয়ে যায় কেবলমাত্র ঐ ব্যক্তি ব্যতীত, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় পাহারারত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। তার নেকী ক্বিয়ামত পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ঐ ব্যক্তি কবরের পরীক্ষা হ'তে নিরাপদ থাকে'।[৬৯]

এই নেকী ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত পাহারায় রত সৈনিক যেমন পাবেন, ইসলাম বিরোধী আক্বীদা ও আমলরোধে নিরত ব্যক্তিও তেমনি পাবেন। আল্লাহপাক আমাদেরকে তাঁর দ্বীনের পাহারাদার সৈনিক হিসাবে ও সত্যিকারের সার্বক্ষণিক মুজাহিদ হিসাবে কবুল করে নিন- আমীন!

মুক্তির একই পথ দাওয়াত ও জিহাদ

৬৩. ফাৎহুলবারী 'জিহাদ' অধ্যায় 'ভাল ও মন্দ সবধরনের শাসকের অধীনে জিহাদ' অনুচ্ছেদ ৪৪।
৬৪. মুসলিম, মিশকাত হা/৩৮১১ 'জিহাদ' অধ্যায়।
৬৫. মুসলিম, মিশকাত হা/৩৮০১।
৬৬. ফাৎহুলবারী হা/২৭৯০ 'জিহাদ' অধ্যায় ৪ অনুচ্ছেদ।
৬৭. বুখারী, মিশকাত হা/৩৭৯৪।
৬৮. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৭৯২।
৬৯. তিরমিযী, আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৩৮২৩ 'জিহাদ' অধ্যায়।